بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৫ অক্টোবর ২০১৯

প্যারিসে শুরু হল জলসা সালানা ফ্রান্স ২০১৯

জলসা সালানা ফ্রান্সের উদ্বোধন করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৪ অক্টোবর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর জুমু'আর খুতবার মাধ্যমে ফরাসী মফস্বল শহর ত্রি-শ্যাটো-তে শুরু হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হল্যান্ডের ৩৯তম জলসা সালানা (বার্ষিক সম্মেলন)।

জুমু'আর খুতবার পূর্বে সম্মানিত হুযূর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা (লিওয়ায়ে আহমদীয়া) উত্তোলনের মাধ্যমে তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাও উত্তোলিত হয়।

জুমু'আর খুতবায় সম্মানিত হুযূর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) জলসা সালানার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা তুলে ধরেন।

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, জলসা সালানা এতে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে নিজের উন্নতি সাধনের একটি সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, জলসা বিশুদ্ধভাবে একটি ধর্মীয় সমাবেশ। সুতরাং এতে অংশ অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা এখানে এসেছি কেবলমাত্র ধর্মীয়, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য। এই তিন দিনের জন্য আমাদের চিন্তা এই হওয়া উচিত যে আমাদের নৈতিকতা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মানোন্নয়নের লক্ষ্য কিভাবে পূরণ করা যায়।"

সম্মানিত হযূর বলেন যদি এই অনুষ্ঠানে যোগদানের পিছনে যদি এটি উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তবে এমন ব্যক্তির জলসায় যোগদান

“আর যেকোন জাগতিক মেলায় যোগদানের সমতুল্য হবে”

তাঁর পুরো ভাষণে সম্মানিত হযূর তাকওয়া অবলম্বন এর গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন এবং এ বিষয়টি তুলে ধরেন যে খোদাতা’লার অধিকার আদায় করা এবং তাঁর সৃষ্টির হক আদায় করা ধার্মিকতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“কেবল তারাই তাকওয়া অর্জন করতে পারেন যারা বিনয়ী। বিনয় কেবলমাত্র জাগতিক দিক থেকে যারা ঊর্ধ্বতন তাদের প্রতি প্রকাশ করা উচিত নয়, বরং সমাজে যারা দুর্বল এবং দরিদ্র তাদের ক্ষেত্রেও বিনয় অবলম্বন করা উচিত। মুত্তাকী তারা যারা সর্বাবস্থায় সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং যারা অনুধাবন করেন যে পরিপূর্ণ সত্য কথা বলা খোদাতালার দিকে নিয়ে যায়, আর অপর পক্ষের মিথ্যাবাদিতা কাউকে খোদাতালার সাথে শিরক করার দিকে নিয়ে যায়।”

সম্মানিত হুযূর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্বের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং সূরা বাকারার ২৩৯ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে:

“তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের সংরক্ষণ করো।”

সম্মানিত হযূর বলেন যে এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে যেকোন জাগতিক ও বস্তুবাদী উদ্দেশ্য এর উপরে নামাযকে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত।

কেমন ধরনের প্রেরণার সাথে নামাজ আদায় করা উচিত এই প্রসঙ্গেও হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কথা বলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মসজিদে এসে কেবল নামাজ পড়াই যথেষ্ট নয়। বরং এটি আবশ্যক যে আমরা যেন আল্লাহতা’লার উপর ঈমান এবং পরকালের উপর এক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মসজিদে আসি। এমন ব্যক্তিদের অন্তরে খোদাভীরুতা রয়েছে, আর এমন ব্যক্তিদের অন্তর কোমল আর অন্যদের জন্য ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যে পরিপূর্ণ এবং তারা ভ্রাতৃত্ববোধের এক প্রেরণা লালন করেন।”

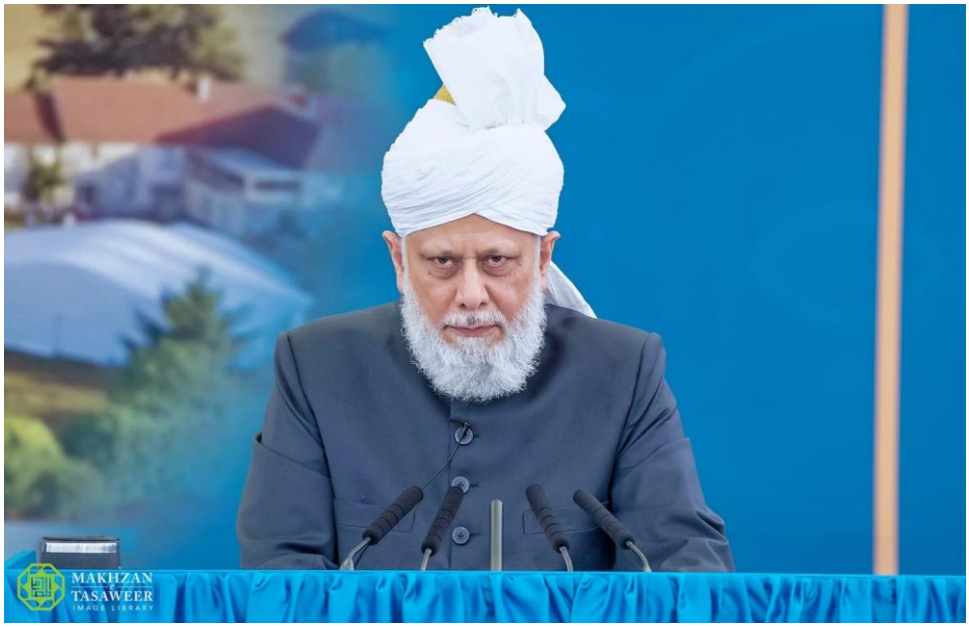

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"প্রকৃত মুমিন তারাই যারা অন্যদের নিকট প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমা করার রাস্তা খুঁজেন। আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য ভালোবাসা থাকে এবং তারা বিনয় অবলম্বন করেন। তারা একে অপরের জন্য কুরবানী করার চেষ্টা করেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের নিজ নৈতিক অবস্থার উপর মনোনিবেশ করা উচিত এবং নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত যে আমরা সকল প্রকারের সৎ গুণাবলীকে অবলম্বন করার বিষয়ে সচেষ্ট কিনা। যদি কোন ব্যক্তির হৃদয়ে তার নিজ ভাইয়ের জন্য ভালোবাসা না থাকে, তবে তার হৃদয়ে খোদাভীরুতা নেই।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে কেবল 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো 'পরে' এ স্লোগান দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য আবশ্যক তার জীবনের প্রতিটি স্তরে যেন ব্যক্তিগতভাবেও এ বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়। ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার এটি সঠিক পথ।

আহমদী মুসলমানেরা মসীহ মাওউদ (আ.) এর নিকট দৃঢ় ভাবে ইসলামের শিক্ষার অনুসারে জীবনযাপন করার যে অঙ্গীকার করেছেন তা পরিপূর্ণ করার গুরুত্বের উপরও সম্মানিত হুযূর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়'আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কল্যাণ সমুহ লাভ করার জন্য প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত জলসা সালানা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন। এটি আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এই উদ্দেশ্য সমূহের উপর মনোনিবেশ করার জন্য এই তিন দিনের সুযোগ পেয়েছি। আমাদের প্রত্যেকের নিজের মূল্যায়ন করা উচিত। বৃথা কথাবার্তায় এই সময়কে ব্যয় করার পরিবর্তে নিজেদেরকে ইস্তেগফার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ পাঠে নিয়োজিত করুন। কেবল তখনই আমরা এ জলসা থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবো।"

তাঁর ভাষণের শেষ প্রান্তে সম্মানিত হযূর একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মসীহ মাওউদ (আ.) -কে উদ্ধৃত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমরা ভূপৃষ্ঠে পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র প্রকৃতি নিয়ে বিচরণ কর। কারো উপর অন্যায় ভাবে আক্রমণ করো না এবং নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। যদি কোন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচিত হয় তবে নম্র ভাষায় এবং ভদ্র ভাবে তা আলোচনা করো। যদি কেউ তোমার সাথে মূর্খের ন্যায় আচরণ করে, তবে ‘সালাম’ বলে সেই সমাবেশ থেকে উঠে আসো। খোদাতায়ালা তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় হিসেবে তৈরি করতে চান যা বাকি বিশ্বের জন্য খোদাভীরুতা ও সৎ গুণাবলীর দৃষ্টান্ত হবে।

এর পূর্বে সপ্তাহব্যাপী হল্যান্ড সফরের পর সম্মানিত হযূর বুধবার ২ অক্টোবর ২০১৯ ফ্রান্সে এসে পৌঁছেন।

ত্রি-শ্যাটো-তে এসে পৌঁছার পর সম্মানিত হযূর আনুষ্ঠানিকভাবে বায়তুল আতা কমপ্লেক্স-এর উদ্বোধন করেন যেখানে জলসা সালানা ফ্রান্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে।